দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

উপবৃত্তির নূতন নীতিমালা

জানা যায় উপবৃত্তি প্রদানে নূতন নীতিমালা হইতেছে। স্মরণ করা যাইতে পারে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সকল দরিদ্র মেয়েকে শিক্ষার আওতায় আনিবার লক্ষ্যে এক দশকেরও অধিককাল আগে চালু হইয়াছিল উপবৃত্তি প্রকল্প। কিন্তু নীতি নির্ধারণী মহলের দূরদৃষ্টির অভাবে উপরোক্ত বৃত্তি প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়। স্কুলের সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবিবাহিত থাকাসহ ৭৫ শতাংশ ক্লাস উপস্থিতি ছিল উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য অপরিহার্য শর্ত। সেই সঙ্গে আরেকটি অপরিহার্য শর্ত ছিল এই যে, সংশ্লিষ্ট ছাত্রীকে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পাইতে হইবে। এদিকে শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাই স্বীকার করিয়াছেন যে, গ্রামের দরিদ্র ছাত্রীদের পক্ষে বার্ষিক পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তি বলিতে গেলে অসম্ভব। কেননা টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া তাহাদের পক্ষে লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি বিবেচনা করতঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি নীতিমালা পরিবর্তনের সুপারিশ করে। এই নীতিমালা বাস্তবায়িত হইলে সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা উপবৃত্তি পাইবে না। তবে এ ক্ষেত্রে ১০% মেধাবী ছাত্রীর জন্য বৃত্তি উন্মুক্ত থাকিবে। এদিকে দরিদ্র মেয়েদের বিষয় বিবেচনা করতঃ বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর ৪৫ হইতে হ্রাস করতঃ ৩১ শতাংশ করা হইয়াছে। ইহাছাড়াও উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ মাসিক ২৫ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া মাসিক ১২৫ টাকা রাখার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। একই সঙ্গে প্রস্তাবে ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রীকে বিনামূল্যে বই দেওয়ারও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও সরকার ১৯৯৪ সালে পৃথকভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে। সেই হইতে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ৪৫ শতাংশ নম্বর বজায় রাখিয়া যত সংখ্যক মেয়ে বৃত্তি পাইত ওই নম্বর হ্রাস করিয়া দেখা যায় যে, বৃত্তিপ্রাপ্ত মেয়েদের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এডিবির অর্থায়নে এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত হইতেছে এক এসএসসি উপবৃত্তি প্রকল্প। ইতিমধ্যে উপবৃত্তি প্রকল্পে নীতিমালার পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে শুরু হইয়াছে পাইলট প্রকল্প কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে ৩০ শতাংশ দরিদ্র মেয়ে, ১০ শতাংশ ছেলে এবং মেধাভিত্তিতে ১০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। যে সকল অভিভাবকের মাসিক আয় ছয় হাজার টাকার নিচে, কেবল তাহাদের সন্তানকেই এই উপবৃত্তি দেওয়া হইতেছে। সরকারি পর্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পাইলট প্রকল্প সফল হইলে এবং তাহা সর্বত্র চালু হইলে আগামীতে দরিদ্ররা উপবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। ঝরিয়া যাওয়ার প্রবণতাও হ্রাস পাইবে।

আসলে এই উপবৃত্তি লইয়া অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছিল বহু আগে হইতেই। বলা হইয়াছিল, দরিদ্র পরিবারের সন্তানকে না দিয়া বহু ক্ষেত্রে এই উপবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে মধ্যবিত্ত এমনকি সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের। শর্ত অনুযায়ী হাজিরা বা পরীক্ষায় নম্বর কম থাকিলে ঘুষ দুর্নীতির বিনিময়ে তাহাও কাটাইয়া দেওয়া হইতেছিল। সব চাইতে বড় কথা, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির নীতিমালা ও শর্তাবলী না মানিয়া নানান ফাঁক-ফোকর বাহির করতঃ উপবৃত্তির সন নয়-ছয় করিত, এখনো করিয়া থাকে। বিবাহিতা কাজের মেয়ে, এমনকি কোন দিন ক্লাস করে নাই এমন অনেক মেয়ের নামেও উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হয়। এক মেয়েকে পাশাপাশি একাধিক স্কুলের ছাত্রী দেখাইয়া উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এমন অভিযোগও কম নয় যে, উপবৃত্তি সংক্রান্ত এহেন অনিয়ম ও দুর্নীতির সহিত উপবৃত্তি প্রকল্পের এমনকি শিক্ষা বিভাগেরও একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত ছিলেন এবং জড়িত আছেন। বহু আগেই আমরা সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে কার্যক্রমের জওয়াবদিহিতা আবশ্যিক করার মাধ্যমে দোষীদের সনাক্তকরণ ও শাস্তি বিধানের দাবি জানাইয়াছিলাম। ২০০৩ সালেই প্রকাশিত হইয়াছিল যে, হক নজুক অনেকেই বৃত্তির টাকা লুটিয়া পুটিয়া খাইতেছে; আর ১ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তির সুবিধা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, উপবৃত্তির নীতিমালায় কাংক্ষিত সংস্কার সাধন হইবে এবং বৃত্তি প্রদানের কার্যক্রমকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজানো হইবে যে, উপরোক্ত যেকোন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের কোন অবকাশ সেখানে আর থাকিবে না।

কিন্তু আলোচ্য নূতন নীতিমালায় (যতটুকু পত্রিকায় প্রকাশ) তেমন সংস্কার ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কোন সুষ্ঠু কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেল না। তাছাড়া ইতিপূর্বে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তির ক্ষেত্রে অবাধে দুর্নীতি ও অনিয়ম চলিয়াছে, সেগুলির ব্যাপারেও শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় ছিল। নূতন নীতিমালায় দরিদ্র মেয়েদের স্বীকৃতি লাভ সহজ হইবে সব ছেলেরাও মেধার ভিত্তিতে এই বৃত্তি পাইতে পারিবে এবং সর্বোপরি দশ শতাংশ ছাত্রও অতঃপর এই বৃত্তির আওতায় আসিবে। অন্যদিকে ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক প্রদান—এ সবই প্রশংসনীয় কার্যক্রম এবং উত্তম ও কার্যকর পদক্ষেপ। কিন্তু প্রাইমারী লেভেলে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি এখনও পুরাপুরি বন্ধ হয় নাই। সে অবস্থায় ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, কে জানে? তাহাছাড়া উপরে যে সব অনিয়ম ও দুর্নীতির যে বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, নূতন নীতিমালা চালু করার সঙ্গে সাথে এ ধরনের যেকোন দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য এবং অনিয়ম বন্ধের জন্যও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এক সময় ছিল যখন শিক্ষার যেকোন বিষয়কে পবিত্র জ্ঞান করা হইত। রাজনীতিসহ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাত্রাহীন দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রকেও গ্রাস করিয়াছে। সেই কলঙ্ক মোচনের সময় আসিয়াছে ওয়ান ইলেভেনের পর জাতি দুর্নীতির করাল গ্রাস হইতে বহু ক্ষেত্রে রক্ষা পাইবার। উপবৃত্তির মত জনকল্যাণ ধর্মী কার্যক্রমে যাহাতে কোন রকম অনিয়ম ও দুর্নীতি বাসা বাঁধিতে না পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি অত্যাবশ্যক।